রেল বার্তা

দুমকা হয়ে রামপুরহাট-যশিডি প্যাসেঞ্জার চালু

স্টাফ রিপোর্টার : ৫৩০৮১/৫৩০৮২ রামপুরহাট-যশিডি (ভায়া দুমকা) প্যাসেঞ্জার ট্রেন ২৪.৪.২০১৮ (মঙ্গলবার) যাত্রা শুরু করল। ৫৩০৮১ রামপুরহাট-যশিডি প্যাসেঞ্জার দুপুর ১২.২৫মিনিটে প্রতিদিন রামপুরহাট ছাড়বে। দুমকা পৌঁছবে ২.৫ মিনিটে এবং ট্রেনটি যশিডি পৌঁছবে বিকেল ৪টেয়।

৫৩০৮২ যশিডি-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার যশিডি স্টেশন ছাড়বে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে। ওই ট্রেনটি রামপুরহাট পৌঁছবে রাত ৮.১০ মিনিটে। এই নতুন ট্রেনে থাকছে ৮টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস এবং ২টি সেকেন্ড ক্লাস-লাগেজ ভ্যান অর্থাৎ ১০টি কামরা। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, রামপুরহাট-দুমকা প্যাসেঞ্জার এবং দুমকা-যশিডি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে একটি ট্রেনে পরিণত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য পূর্ব রেলের ৫৭৩টি স্টেশনে এলইডি আলো

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের ৫৭৩টি রেল স্টেশনে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ এবং স্টেশনগুলির সৌন্দর্য বাড়াতে এলইডি আলো লাগানোর ব্যবস্থা করেছে। ২০১৭-১৮ সালে পূর্ব রেলের ৩২৬টি স্টেশনে এলইডি আলো লাগানো হয়। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ সালে ২৪৭টি স্টেশনকে এলইডি আলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাত্র দু'বছরের মধ্যে এলইডি আলো লাগানোর জন্য এই স্টেশনগুলিকে বেছে নিয়েছে পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের এক মুখপাত্র দাবি করেছেন, এর ফলে তারা পূর্ব রেলের ১০০ শতাংশ রেল স্টেশনেই এলইডি আলো লাগানোর সাফল্য পেলেন। মাত্র ৮টি স্টেশন বাকি রয়েছে। ওই স্টেশনগুলিতেও স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই আলো লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সব স্টেশনগুলিরই সৌন্দর্য বাড়বে।

শিয়ালদহ ও কামাখ্যার মধ্যে সুপারফাস্ট সামার স্পেশাল চালাবে পূর্ব রেল

স্টাফ রিপোর্টার : শিয়ালদহ ও কামাখ্যার মধ্যে (ভায়া ডানকুনি) ১০ জোড়া এসি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য জানিয়েছেন, প্রতি শুক্রবার ০২২৬১ শিয়ালদহ-কামাখ্যা এসি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট সামার স্পেশাল ট্রেনটি শিয়ালদহ ছাড়বে রাত ১১.৫৫ মিনিটে। ট্রেনটি পরদিন কামাখ্যা পৌঁছবে সন্ধে ৬.৩৫ মিনিটে। ৪.৫.২০১৮ থেকে ২৯.৬.২০১৮ পর্যন্ত এই বিশেষ সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট ট্রেনটি চালানো হবে।

০২২৬২ কামাখ্যা-শিয়ালদহ এসি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট সামার স্পেশাল প্রতি শনিবার কামাখ্যা ছাড়বে রাত ১১.০৫ মিনিটে। ট্রেনটি শিয়ালদহ পৌঁছবে পরদিন বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে। ৫.৫.২০১৮ থেকে ৩০.৬.২০১৮'র মধ্যে এই এসি সাপ্তাহিক ট্রেনটি যাতায়াত করবে। ট্রেনটি পুরোটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

মধ্যপ্রদেশের একটি উপনির্বাচনে মৃত ভোটারের ছড়াছড়ি

ভোপাল, ২৪ এপ্রিল : মধ্যপ্রদেশের কোলারস বিধানসভার উপনির্বাচনে ভোটদাতাদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। কারণ ওই তালিকায় ৫, ৫০০ ভোটদাতার নাম রয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। নতুন ভোটদাতার সংখ্যাও প্রচুর। ১,৯০০কে তিন দিয়ে গুন করলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে নতুন ভোটদাতার সংখ্যা ঠিক ততখানিই বলে জানা গেছে। অথচ কোলারস বিধানসভার জনগণনা অনুসারে ভোটদাতার সংখ্যা এত বাড়ার কথা নয়।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সম্প্রতি একটি চিঠি দিয়ে এই দাবি করেছেন রাজ্যের সিইও। প্রসঙ্গত, এই উপনির্বাচনটি হয়ে গেছে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি। তারপরই ধরা পড়েছে এই বিপুল পরিমাণ ভুয়ো ভোটদাতার সংখ্যা। রাজ্যের সিইও সেলিনা সিং এজন্য জেলাশাসক এবং জেলার নির্বাচন অফিসারকেই দায়ী করেছেন।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার কোলারসের উপনির্বাচনে ভোটদাতাদের এই সংখ্যা নিয়ে ইতিমধ্যে হইচই শুরু হয়েছে। সিইও'র দাবি, এই ভুয়ো ভোটদাতার তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে বুথ স্তরের অফিসাররা এবং নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন অফিসার বিষয়টির দিকে মোটেই নজর দেননি। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের মহেন্দ্র যাদব জয়লাভ করেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। যাদব ভোট পান ১৮,৫১৫টি। অন্যদিকে বিজেপির দেবেন্দ্র জৈন পান ৭৪,৪৩২টি ভোট।

হায়দরাবাদে চারমিনারে প্রবল গরমেও বহু দর্শনার্থীর ভিড়।

প্রধানমন্ত্রীর দলের নেতাদের জিভে লাগাম দেওয়ার পরামর্শ, সমালোচনায় শিবসেনা

মুম্বই/নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : বিজেপি বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রী এবং দলীয় সদস্যদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে শিবসেনার দলীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে। মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত শিবসেনার দলীয় মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নেতাদের 'জুবান সামহালো' বলে যে সতর্কবার্তা দিয়েছেন, তা আরও ক্ষতি করেছে দলের। কারণ এর ফলে তাঁরা কোনওরকম মন্তব্য করা থেকেই সরে এসেছেন। প্রসঙ্গত, শিবসেনা এনডিএ জোটে দীর্ঘদিন ছিল। সম্প্রতি জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তারা এবং ইদানিং প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ প্রায়ই লক্ষ করা যাচ্ছে।

অথচ এই 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে বিজেপির প্রাক্তন শীর্ষ নেতা ও দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তিনি কথা বলতেন কম, কিন্তু যেটুকু বলতেন, তা একেবারে সঠিক কথা। অন্যদিকে মোদী যে কোনও ইস্যুতে, যে কোনও সময় প্রচুর কথা বলেন। তাঁর কথায় মজা পায় মিডিয়া। এমনকি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে মজা পেয়ে মন্তব্য করেন, মন্তব্য করেন সন্তোষ গাঙ্গোয়ারের মতো তাঁর দলের নেতারাও।

প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতারা সম্প্রতি নানাবিধ মন্তব্য করেছেন, যা লুফে নিয়েছেন বিরোধীরা ও মিডিয়া। তাদের কটাক্ষ করে রীতিমতো উপহাস করা হচ্ছে মিডিয়ায়। বিরোধীরাও নানাভাবে কটাক্ষ করছেন তাদের। সারা দেশ যখন ধর্ষণকাণ্ড, বিশেষ করে নাবালিকা ধর্ষণ নিয়ে আলোড়িত ঠিক সেই সময় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার বলে বসেছেন, এত বড় দেশে এরকম দু-একটি ঘটনা হয়ই। একে ইস্যু করা অর্থহীন। এর আগে ধর্ষণ নিয়ে বিজেপি নেত্রী ও সাংসদ জয়ন্তী লেখি এবং হেমা মালিনীও যেসব মন্তব্য করেছেন তার তীব্র সমালোচনা হয়েছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আবার মহাভারতের যুগে সঞ্জয়-ই ইন্টারনেট ছিল বলে দাবি করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দলীয় মন্ত্রীরা নানারকম দাবি করে বসছেন। সম্প্রতি আর এর মন্ত্রী বলেছেন, ডারউইনের তত্ত্বের কোনও অস্তিত্বই নেই। বাঁদররা মোটেই মানুষের পূর্বপুরুষ নয়। এইসব মন্তব্যের ফলে বিজেপিকে নিয়ে সর্বত্র উপহাস করা চলছে। ফলে বেকায়দায় পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দলের সব সদস্য, বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীদের এবার মুখে কুলুপ আঁটতে চলেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, যা বলার তা একজনই বলবেন। কিন্তু মোদীর এই নির্দেশের ফলে দলীয় সদস্য-বিধায়করা কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বেন বলে দাবি করা হচ্ছে 'সামনা'য়।

শিবসেনার সম্পাদকীয়তে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজেপি সদস্যরা ২০০৮ সালের মুম্বইয়ে ধারাবাহিক আক্রমণের পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আর পাতিলকে তাঁর মন্তব্যের জন্য পদত্যাগে বাধ্য করেছেন। পাতিল বলে ফেলেছিলেন বম্বের মতো বড় শহরে অনেক কিছু ঘটে থাকে। সে তুলনায় এই ধারাবাহিক আক্রমণ নিতান্তই ছোট ঘটনা। কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় রে-রে করে বিজেপি চেপে ধরেছিল তাঁকে। ঘেরাও করা হয়েছিল পাতিলকে। এই মন্তব্যের জন্য সারা দেশ জুড়েই বিজেপি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগেও বাধ্য করেছিল। শিবসেনার মতে, সন্তোষ গাঙ্গোয়ার যে মন্তব্য করেছেন, তা যে কোনও অপরাধের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তিনি এখনও মন্ত্রী রয়ে গেছেন। তাঁকে পদত্যাগের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মুখ বন্ধ করতে বললেও এখনও তাঁরা মুখ বন্ধ করেননি বলে অভিযোগ করা হয়েছে শিবসেনার দলীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে। এই সম্পাদকীয়তে প্রায় নিয়ম করেই আক্রমণ করা হচ্ছে বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে।

উত্তর প্রদেশে প্রথম সৈনিক স্কুলের দরজা খোলা হল মেয়েদের জন্য

লখনউ, ২৪ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে সৈনিক স্কুলের দরজা খুলে দেওয়া হল মেয়েদের জন্য। ১৫টি মেয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে বলে জানা গেছে। ২,৫০০ জন ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ১৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন মনোজ কুমার পান্ডে সৈনিক স্কুলের ছাত্রী হিসাবে। স্কুলের অধ্যক্ষ কর্নেল অমিত চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, প্রতিদিন সকাল ৬টায় পিটি এক্সারসাইজের মধ্যে দিয়ে তাদের ছাত্রীদের কঠোর অনুশীলন শুরু হবে। ৮.১৫ মিনিটে হবে প্রেয়ার। তারপর তারা হস্টেলে ফিরে গিয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নেবে। এরপর যোগ দিতে হবে নানারকম খেলাধুলার ইভেন্টে। সকাল ৬টায় পিটির পর ৭টা থেকে শুরু হবে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা। এই নতুন পরিবেশে ছাত্রীরা ঠিক কী ভাবছেন জানতে চাওয়া হলে অধ্যক্ষ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, সৈনিক স্কুলে প্রথম ছাত্রী হিসেবে যোগ দিতে পেরে তারা অত্যন্ত গর্বিত। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্খীও তারা। ছেলেদের একটি হস্টেল খালি করে আপাতত মেয়েদের হস্টেল তৈরি হয়েছে।

অর্ডিন্যান্স জারির ঠিক আগেই গ্রেটার নয়ডায় গণধর্ষণের শিকার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী

গ্রেটার নয়ডা, ২৪ এপ্রিল : মাত্র শনিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে ফিরেই তড়িঘড়ি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন। সেই বৈঠকে শিশু ধর্ষণকারীদের শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডের অর্ডিন্যান্সে সায় দেয় মন্ত্রিসভা। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিন্যান্সটি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর সম্মতির জন্য। রবিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি এই অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু এই অর্ডিন্যান্স জারির মাত্র ২ আগে মধ্যে জানা গেল, গ্রেটার নয়ডায় গণধর্ষণের শিকার হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণির এক স্কুলছাত্রী। গত ১৮ এপ্রিল গাড়ির মধ্যে তার এক আত্মীয় এবং স্কুলের বন্ধু এই ছাত্রীটিকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্কুলের পর বাড়ি ফেরার সময় মেয়েটি অপহরণ করা হয়। এরপর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে তাকে একটি গাড়িতে তুলে সেখানেই ধর্ষণ করে অপহরণকারীরা। পরে দিল্লির কাছে গোলগোটিয়া কলেজের পাশে অচৈতন্য অবস্থায় শিশুকন্যাটির দেহ উদ্ধার হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, ১২ বছরের নিচে কোনও নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ধর্ষণ মামলায় ন্যূনতম শাস্তি হল ৭ থেকে ১০ বছরের জেল এবং চরমতম শাস্তি হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ২০১২ সালে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া নির্ভয়া কাণ্ডের পর সরকার পকসো আইন জারি করে। জারি করে জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়া, গুজরাতের সুরাত এবং উত্তর প্রদেশের উন্নাওতে শিশুকন্যাদের ধর্ষণের ঘটনায় দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার শিশুকন্যাদের যৌন নিগ্রহ ও হত্যার মামলায় অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের কথা ঘোষণা করে অর্ডিন্যান্স জারি করে। কিন্তু এই আইনটি নিয়েও সমালোচনা শুরু হয়েছে। ১৬ বছরের নিচে কোনও নাবালিকা গণধর্ষণের শিকার হলে সেক্ষেত্রে ধর্ষণকারীর শাস্তি কী হবে, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এছাড়া বহু মানুষই বলেছেন, ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের সকলকেই কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডকেই একমাত্র শাস্তি বলেও মনে করেছেন।

এছাড়া যে কোনও ধর্ষণের ঘটনাকেও দ্রুত তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করার যে দাবি উঠেছিল তাও কার্যকর করতে চলেছে সরকার। সমস্ত ধর্ষণ মামলাতে তদন্তের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। ২ মাসের মধ্যে এই তদন্ত শেষ করতে হবে। ৬ মাসের মধ্যে মামলা শেষ করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে বলেও জানিয়েছে সরকার। এছাড়া ১৬ বছরের নিচে কোনও কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অন্তর্বর্তী জামিনের ব্যবস্থা করা চলবে না বলেও আইনে বলা হচ্ছে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, এভিডেন্স অ্যাক্ট, কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর এবং প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস (পকসো) অ্যাক্টের পরিবর্তন করে যে অর্ডিন্যান্সটি আনা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাতে রবিবারই স্বাক্ষর করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, শুধু আইন করে হয়তো এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব নয়। সমাজের আরও নানা ঘটনার উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বলছেন, আইন করে কোনওদিনই এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি। আর এই কাজে ছেলে-মেয়ে সকলেরই সমান দায়িত্ব রয়েছে।

মহিলা শ্রমিক। মুম্বইয়ের শহরতলিতে প্রবল গরমেও মাথায় করে ইট বয়ে নিয়ে চলেছেন।

হার্ট প্রতিস্থাপনের জন্য ভারতে এলেন পাক হকি খেলোয়াড় মনসুর আহমেদ

করাচি/নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : পাক হকির বিশ্বকাপজয়ী দলের গোলকিপার মনসুর আহমেদ সোমবার ভারতে পৌঁছেছেন একেবারে ভিন্ন উদ্দেশে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের বছরের পর বছর নানাভাবে নাকাল করলেও ভারতে এসেছেন মনসুর হার্ট প্রতিস্থাপনের জন্য। ৪৯ বছর বয়সি এই হকি খেলোয়াড়ের হার্টে পেসমেকার বসানো হয়। কিন্তু তা নানারকম জটিলতার সৃষ্টি করায় তিনি হার্ট প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

সিডনিতে অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ হকিতে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে কাপ জয় করে পাকিস্তান। সে সময় পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে দেওয়া গোল দারুণভাবে বাঁচিয়েছিলেন মনসুর। পাকিস্তানের খেলাধুলোর ক্ষেত্রে মনসুর রীতিমতো আইকন। সেই আইকন মনসুরই এখন ভারতে এসেছেন হার্ট প্রতিস্থাপনের জন্য। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেছেন, ১৯৮৯ সালে ইন্দিরা গান্ধি কাপে ভারতকে হারিয়ে বহু ভারতীয়র হৃদয় খানখান করে দেন তিনি। কিন্তু সেটা ছিল স্পোর্টস। জীবনের অন্যক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। মনসুর আরও বলেছেন, হার্ট প্রতিস্থাপনের জন্যই তিনি ভারতে এসেছেন। ভারত সরকারের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ শুধু বিপদে পড়লেই নয়, চিকিৎসার জন্য যাঁরা এদেশে আসতে চান, তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আগে এ নিয়ে চুক্তিও ছিল। কিন্তু ২০০৮ সালে মুম্বই ষড়যন্ত্র মামলায় বহু মানুষ হতাহত হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব চুক্তি ছিল, সেগুলির অবসান হয়েছে। কারণ দিল্লির দাবি, পাক জঙ্গি সংগঠনগুলি ভারতে হিংসার সৃষ্টি করছে। নানাভাবে এদেশে হিংসায় মদত দিচ্ছে তারা। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরলেও পাকিস্তানিরা ভারতের কাছে মেডিক্যাল ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন। কারণ ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার সুনাম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে।

আহমেদ ৩৩৮টি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলেছেন। অংশ নিয়েছেন ৩টি অলিম্পিক এবং অন্যান্য বহু হাইপ্রোফাইল ইভেন্টে। তাঁর খেলোয়াড় জীবন ছড়িয়ে রয়েছে ১৯৮৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। মনসুর এদিন বলেছেন, ভারত সরকারের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ এই জীবনদায়ী ভিসা দেওয়ার জন্য। মনসুরের মতে, একমাত্র খেলাই দু'টি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারে। প্রসঙ্গত, ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজও মেডিক্যাল ভিসা দেওয়া নিয়ে অত্যন্ত মানবিক। এমনকি ভারত-পাক সীমান্তে যখন দিনের পর দিন অনুপ্রবেশ ঘটছে, তখনও মেডিক্যাল ভিসা দেওয়া নিয়ে স্বরাজ কোনওরকম কার্পণ্য করেননি। একাধিক অসুস্থ পাকিস্তানিকে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে আসার ভিসা দেয় তাঁর মন্ত্রক। মনসুরের ক্ষেত্রেও তিনি উদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

দেশের উন্নতির অন্তরায় হিসেবে একাধিক রাজ্যকে চিহ্নিত করল নীতি আয়োগ

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : দেশের অনগ্রসরতা এবং উন্নতির অন্তরায় হিসেবে পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য, বিশেষ করে বিহারকে দায়ী করলেন নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ত। সেইসঙ্গে তিনি উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিকেও এই অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ হিসেবেও দায়ী করেছেন।

দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম খান আবদুল গফ্‌ফর খান স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে নীতি আয়োগের সিইও এই মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও এইসব রাজ্যগুলি পিছিয়ে রয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির পিছিয়ে পড়া দেশের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর বলে মনে করেন কান্ত। তিনি স্মারক বক্তৃতায় দাবি করেছেন, মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৮৮টি দেশের মধ্যে ভারত এখনও

পর্যন্ত ১৩১তম স্থানে রয়েছে। অথচ পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলেও মন্তব্য করেছেন নীতি আয়োগের সিইও। অথচ পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি পিছিয়ে রয়েছে।

২০১৯-এর দিকে তাকিয়ে দলিত গ্রামগুলির উন্নয়নে আগ্রহী যোগী

প্রতাপগড়, ২৪ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের দলিত গ্রামগুলির দিকে নজর ঘোরালেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার তিনি রাজ্যের প্রতাপগড় জেলার খান্ধাইপুর মাধুপুর গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। শুধু বৈঠক নয়, গোরক্ষপুরের মন্দিরের প্রাক্তন মোহন্ত তাঁদের সঙ্গে খাওয়া সারেন।

বিরোধীদের মতে, এ সবই ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে। উত্তর প্রদেশে গোরক্ষপুর ও ফুলপুর কেন্দ্র দু'টির উপনির্বাচনের দায়িত্ব ছিল মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উপর। দু'টি নির্বাচনেই বসপা-সপা জোটের প্রার্থীর কাছে গো-হারা হেরেছে বিজেপি। এরপর থেকেই আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশের কুর্সিতে আটকে না থেকে বেরিয়ে পড়ছেন বিজেপির মঙ্গলের জন্য। আর এই উদ্দেশেই তিনি গিয়েছিলেন দলিত গ্রামগুলি সফর করতে। সেখানে চৌপালে গ্রামবাসীদের কাছে তিনি জানতে চান, এ পর্যন্ত কতগুলি টয়লেট তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম স্বরাজ যোজনায় এইসব টয়লেট তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু দলিত গ্রামবাসীরা সমস্বরে জানিয়ে দেন, একটিও টয়লেট তৈরি হয়নি ওই গ্রামে। সম্ভবত এমন মন্তব্যের জন্য তৈরি ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে থাকেন। তারপর গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন, গ্রাম স্বরাজ যোজনায় উত্তর প্রদেশের ৫০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নতি ঘটানোই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। এই কারণে তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। গ্রামবাসীরা টয়লেট হয়নি জানানোর পরই তাঁদের সামনেই তিনি পঞ্চায়েত প্রধানদের ডেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামবাসীদের অ্যাকাউন্টে টয়লেট তৈরির জন্য টাকা ট্রান্সফারের কড়া নির্দেশ দেন।

এছাড়া গ্রামবাসীদের রেশন কার্ড আছে কি না, তাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। তাঁদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি যান একটি দলিত পরিবারের বাড়িতে। সেখানে তাঁদের সঙ্গে নৈশভোজ সারেন। দলিত পরিবারে নৈশভোজ সেরে খুশি আদিত্যনাথ।

অন্যদিকে পরিবারটির প্রধান দয়ারামও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে তাঁদের বাড়িতে আসবেন এবং তাঁদের সঙ্গে খাবেন এমন কথা তাঁরা কখনও ভাবেননি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রতাপগড়ে দু'টি সবজি মান্ডি এবং একটি হাসপাতালেও হঠাৎ হাজির হন। লখিমপুর এবং আমেথির গ্রামবাসী ও কৃষকদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের আতিথ্যে মুখ্যমন্ত্রীও খুব খুশি।

NOTICE INVITING e-TENDER
No.e-tender-DB/CD/DP/2018/1799 Diglipur, dated: 23/4/2018

The Executive Engineer, Construction Division, APWD, Diglipur invites on behalf of the President of India sealed item rate e-tenders for the following work(s):-

1. NIT No.116/EE/CD/DP/2017-18 Name of work:-Repair and Renovation of PHC Building, Mortuary Quarters and Compound wall at Radhanagar, under CD, Diglipur. Estimate cost: ₹ 58,03,321/-Earnest Money: ₹1,16,066/-& time of completion:06 months. (Tender ID:APWD 543)

The e-tender form and other details can be downloaded from the website. The last date of bid submission will be **09-05-2018 upto 15:00 hours.** Other details/information can be seen on website www.and.nic.in and eproc.and.gov.in.

Sd/-
EE,CD,APWD,
Diglipur.

2059/18